আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউপি নির্বাচনের স্বতন্ত্র প্রার্থী বিপুল জোয়ার্দ্দারের সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নৌকা প্রার্থীর সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বিদ্রোহী (স্বতন্ত্র) চেয়ারম্যান প্রার্থী এজাজ ইমতিয়াজ জোয়ার্দ্দার বিপুল।

রবিবার বিকেলে নাগদাহ গ্রামস্থ তার নিজস্ব বাসভবনের সামনে এক জনাকীর্ণ পরিবেশে তিনি সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল উল্লেখ করেছেন যে, আসন্ন ১১ নং নাগদাহ ইউপি নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী। তার নির্বাচনী প্রতীক চশমা। নির্বাচনে তার ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নৌকার প্রার্থী হায়াত আলী ও তার সমর্থকেরা বিভিন্ন হুমকি-ধামকিসহ তার (স্বতন্ত্র প্রার্থী) নির্বাচনী অফিস ভাংচুর করছে।

গত ১১ মার্চ শনিবার রাত আনুমানিক ৯টার সময় নৌকার সমর্থকেরা দা, লোহার রড ও বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ইউনিয়নের জহুরুলনগর গ্রামে তার নির্বাচনী অফিসে হামলা চালায়। এ সময় জহুরুলনগর গ্রামের রিন্টু, সহিদুল ও মোবারেক নামের তার তিন সমর্থককে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে জখম করে এবং নির্বাচনী অফিস ভাংচুর করে। এছাড়াও আরেক সমর্থক বুদোইকেও মারধর করে জখম করে।

তিনি বলেন, জহুরুলনগরে সংঘটিত ঘটনার পর ওই রাতে নৌকার সমর্থকেরা আরো সংগঠিত হয়ে ইউনিয়নে তার (স্বতন্ত্র) বিভিন্ন নির্বাচনী অফিসে হামলা চালায়। এ ঘটনার পর নৌকা প্রার্থীর সমর্থকদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জহুরুলনগর গ্রামের তার (স্বতন্ত্র প্রার্থী) সমর্থকেরা বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না। তারা বাড়িতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় নাগদাহ ইউপি নির্বাচন আদোও সুষ্ঠু হবে কিনা তা নিয়ে তিনি আশংকা প্রকাশ করেছেন।
সংবাদ সম্মেলনে এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল

প্রশাসনিক কর্মকর্তার সুদৃষ্টি এবং এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান প্রার্থী এজাজ ইমতিয়াজ বিপুলের পিতা বর্ষিয়ান আওয়ামীলীগের নেতা নজরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার সোনা মিয়া, খাজাউদ্দিন, মানিক মিয়া, গোলাম মোস্তফা, বুলবুল জোয়ার্দ্দার, বাক্কা জোয়ার্দ্দার, পিন্টু মন্ডল, মজিবর রহমান, আবু বকর সিদ্দিক ও সুরুজ হোসেনসহ গ্রামবাসি।

আলমডাঙ্গায় সমাজসেবা কার্যালয়ের উদ্যোগে সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ

আলমডাঙ্গা উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উদ্যোগে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে আয়োজিত ঋণ বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক (ডিসি) আমিনুল ইসলাম খাঁন ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সমাজ সেবা অধিদফতরের মহা- পরিচালক (গ্রেড-১) ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল। তিনি বলেন,সরকার সামাজিক সুরক্ষার জন্য সমাজ সেবা অধিদপ্তর থেকে অসংখ্য কর্মসুচি গ্রহন করেছেন।তিনি আরো বলেন গ্রামীন ব্যাংকের ২ বছর আগে থেকে আমরা সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋন বিতরন করছি,অথচ গ্রামীন ব্যাংক সুদযুক্ত ঋন দিয়েও নোবেল পুরস্কার পেল। আমরা অসহায় মানুষের পাশে সব সময় দাড়িয়েছি,এখনও আছি।

জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমাজ সেবা অধিদপ্তরকে ঢেলে সাজিয়েছিল,তখন থেকে গরীব অসহায় মানুষদের এই দপ্তরের মাধ্যমে সেবা দিয়ে আসছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নেই,কিন্ত তার

সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী সমাজ সেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সামাজিক সকল প্রকার সুরক্ষা করে চলেছেন। আমি এই দপ্তরের দায়িত্ব নেবার পর দেখলাম এই অঞ্চল খুবই অবহেলিত। এখানে অনেকে বলছেন উপজেলা পরিষদের রাস্তাটি সংস্কার করা হয়না,আপনারা প্রকল্প গ্রহন করে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে পাঠান আমি স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের সচিব কে বলে করে দেব,উনি আমার ব্যাচমেট। আসলে উপর স্তরে আমাদের লোক নেই,আজ নোয়াখালি,কুমিল্লার লোকদের দিকে তাকান দেখবেন সচিব,থেকে পিয়ন পর্যন্ত সব তারা।আমি মনে করি একজন চাকরি জীবির সৎতাই সব চাইতে বড় হাতিয়ার,আমি সৎ হলে যে কোন কাজ করতে আমাকে বেগ পেতে হবে না। জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম আমার সাথে একই মন্ত্রনালয়ে চাকরি করেছে,সে খুব একটিভ কর্মকর্তা।তাকে আপনারা ব্যাবহার করে কাজ করিয়ে নেন।

এসময় আরো বক্তব্য রাখেন খুলনা বিভাগীয় সমাজ সেবা কার্যালয়ের পরিচালক মোঃ আব্দুর রহমান,উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক সিদ্দিকা সোহেলী রশীদ, উপজেলা নির্বাহি অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) রেজওয়ানা নাহিদ, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু,প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম,বীর মুক্তিযোদ্ধা মইনদ্দিন পারভেজ,উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, বীরমুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শেখ নুরমোহাম্মদ জকু, চেয়ারম্যান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোজাহিদুর জোয়াদ্দার লোটাস প্রমূখ।

উপজেলা পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় মোট ৪৪ জনের মধ্যে ৮ লক্ষ ২২ হাজার টাকা সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়। একই দিন বিভিন্ন এতিম শিশুদের মাঝে উপকরণ প্রদান করা হয়।

আলমডাঙ্গায় ইউপি চেয়াম্যান ও সচিবসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের মামলা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান সরোয়ার ও সচিব মুছাব আলীসহ চারজনের বিরুদ্ধে সরকারের বিভিন্ন প্রজেক্টের অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগ তুলে মামলা করেছেন অত্র ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি আব্দুল বাতেন।

গত ২২ ফেব্রুয়ারী চুয়াডাঙ্গা জেলা দায়রা জজ জিয়া হায়দার মামলাটি গ্রহন করেন এবং বাদীর শুনানি গ্রহন করেন।

মামলার অন্যান্য আসামীরা হলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য আয়নাল হক (২ নং ওয়ার্ড) ও ইউপি সদস্য নিজাম উদ্দিন (৪ নং ওয়ার্ড)।

মামলা সুত্রে জানা যায়, চিৎলা ইউনিয়নের সরকারি প্রজেক্টের অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগ তুলে চেয়ারম্যানসহ চারজনের বিরুদ্ধে ২২ সালের ২৫ সেপ্টম্বর দূর্নীতি দমন কমিশন সেগুন বাগিচা, ঢাকা বরাবর একটি অভিযোগ দায়ের করেন আব্দুল বাতেন। পরবর্তীতে ২২ সালের ৩ অক্টোবরে একই অভিযোগ আবারো পাঠানো হয়। একই সালের ২৭ অক্টোবর অভিযোগ কোন পর্যায়ে আছে জানতে তথ্য অধিকার আইনে দমন কমিশন সেগুন বাগিচা, ঢাকা বরাবর আবেদন করেন বাদিপক্ষ। পরবর্তীতে ২৭ নভেম্বর অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে দুদক জানায়।

একই সালের ১৩ ডিসেম্বর বাদিপক্ষ অভিযোগটি নথিভুক্ত না রাখিয়া ও সঠিকভাবে যাচাইবাছাই ও প্রাথমিক অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ করে দুদকের প্রধান কার্যলয়ে একটি দরখাস্ত করেন। সেখানেও কোন কর্ণপাত না করলে মহামান্য হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন (১৫৪/২০২২) দায়ের করেন।

এরপর ২৩ সালের ১৭ জানুয়ারি মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের গঠিত বেঞ্চ উক্ত রিট মামলাটি স্থানীয় নিম্ন আদালতকে প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের আদেশ দেন। একই সাথে হাইকোর্ট চুয়াডাঙ্গা সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতকে মামলা নেয়ার জন্য নির্দেশনা দেন। আদেশের পর গত ২২

ফেব্রুয়ারী চুয়াডাঙ্গা জেলা দায়রা জজ জিয়া হায়দার মামলাটি গ্রহন করেন এবং বাদীর শুনানি গ্রহন করেন।

বাদিপক্ষের আইনজীবি চুয়াডাঙ্গা জজ আদালতের এডভোকেট শফিকুল ইসলাম শফি বলেন, বাদিপক্ষ হাইকোর্ট থেকে একটি অর্ডার নিয়ে এসেছেন, সেখানে বলা হয়েছে, চুয়াডাঙ্গা দায়রা জজ মামলাটি গ্রহন করে দুদকে তদন্ত দেয়ার জন্য। পরে চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সচিব সহ চারজনের বিরুদ্ধে দূর্নীতি দমন আইনে মামলাটি গ্রহন করেছেন এবং তদন্তের জন্য কুষ্টিয়া দূর্নীতি দমন পরিচালককে নির্দেশনা দিয়েছেন। আগামী সপ্তাহে দুদকের একটি টিম অত্র ইউনিয়নে তদন্তে যাবে।

চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান সরোয়ার বলেন, ইউনিয়ন পরিষদে বর্তমান কার্যাক্রম সরকারি নিয়ম মেনেই করা হচ্ছে। যদি কেউ কোন বিষয়ে বলে তারা আমার বিরোধী পক্ষ। সে নির্বাচনের মাঠে ছিল আমার প্রতিপক্ষ হিসেবে। আমি জিতে গেছি, সে হেরে গেছে। হয়তো বা এরই শক্রতামূলকভাবে আমাকে হেনস্থা করতে পারে।

আলমডাঙ্গায় মালিকানা জমিতে উচ্ছেদ অভিযানের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি পার্ক ও জাদু ঘর নির্মাণের নামে জোরপূর্বক মালিকানা জমি দখল, বাড়ি ঘর উচ্ছেদ’র অভিযোগ উঠেছে। কোর্টের আদেশ না মেনে উপজেলা প্রশাসন সরকারি খাস জমি দখলের নামে জোরপূর্বক এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেছে। সরকারি খাস জমি দখলের নামে মালিকানা উচ্ছেদের ঘটনায় ভুক্তভোগী মন্টু মিয়া সাংবাদিকের নিকট লিখিত অভিযোগ করেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা কুমারি ইউনিয়নের লালব্রিজ সংলগ্নে বধ্যভূমি নিকটস্থ পার্ক ও জাদুঘর নির্মাণের প্রস্তুতি চলছে। নির্মাণ কর্মযজ্ঞকে ঘিরে সরকারি খাসজমি সংগ্রহ করছে উপজেলা প্রশাসন।

বধ্যভূমি স্মৃতিস্তম্ভ সংলগ্নে ১৯৬২ সালের এস,এ রেকর্ড অনুযায়ী ১২৯৫ খতিয়ানে মোট জমির পরিমান ২ একর ৫৬ শতক। এ জমির মালিক মৃত আবুল হোসেন গং। আর, এস ২৯১ খতিয়ান ভুক্ত ১৯৩৩ দাগের ৩৬ শতক জমি খাস খতিয়ানের মাধ্যমে রেকর্ডভুক্ত হয়।

তবে সরকারি ১ নম্বর খাস খতিয়ান ভুক্ত ১৯২২ নম্বর দাগে ভুক্তভোগীর ৩৬ শতক জমি ভুলক্রমে রেকর্ড হয়ে যায়। রেকর্ডভুক্ত জমি নিয়ে ২০২১ সালে বিজ্ঞ আলমডাঙ্গা সহকারী জজ আদালতে মামলা দায়ের করেন। রেকর্ড সংশোধনী মামলাটি আদালতে চলমান রয়েছে।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি উপজেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ স্বাক্ষরিত আলমডাঙ্গা বধ্যভূমি সংলগ্ন ভুক্তভোগী মন্টু মিয়ার নামে সরকারি জমি হতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের নোটিশ পাঠানো হয়।

পরবর্তীতে গত ৯ ফেব্রুয়ারি মন্টু মিয়া বাদি হয়ে দাবিকৃত জমি সঠিক পরিমাপের জন্য উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)’র নিকট নোটিশ পাঠায়। নোটিশের জবাব না দিয়ে উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুর ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ উপস্থিত থেকে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে।

ভুক্তভোগী মন্টু মিয়া বলেন, পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে অবৈধ ভাবে আমার বসতবাড়িতে উচ্ছেদ করেছে। প্রায় ৫ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এবিষয় উর্ধতন কর্মকর্তাদের সহায়তা কামনা করছি।

এবিষয় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ জানান, যথাযথ আইনুযায়ী উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে উচ্ছেদের বিষয়ে নোটিশ পাঠিয়েছে। সময় অনুযায়ী আদালতে জবাব পাঠানো হবে।

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ও আইলহাস

ইউপি নির্বাচনে প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ

আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ও আইলহাঁস ইউপির নির্বাচনে প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ সম্পন্ন হয়েছে।

মঙ্গলবার নির্বাচন কর্মকর্তার অফিস কক্ষে প্রার্থীদের উপস্থিতিতে উপজেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা এমএজি মোস্তফা ফেরদৌস উপজেলার ২টি ইউনিয়নের ১২ চেয়ারম্যান প্রার্থীদের মাঝে প্রতিক বরাদ্ধ করেন।

নগদাহ ইউনিয়নে ৯ প্রার্থীর মধ্যে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী, মোঃ হায়াত আলী (নৌকা প্রতিক), স্বতন্ত্র প্রার্থী দারুস সালাম(মটর সাইকেল প্রতিক), আলমগীর হোসেন (রজনীগন্ধা প্রতিক), মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ (আনারস প্রতিক), মোহাম্মদ আতিকুর রহমান (ঘোড়া প্রতীক), আওয়ালুজ্জামান (আটো রিক্সা প্রতিক), মোঃ মিশর আলী (টেলিফোন প্রতিক), মোহাম্মদ এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল(চশমা প্রতিক), মোহাম্মদ আবুল হোসেন (টেবিল ফ্যান)

আইলহাঁস ইউনিয়নে ৩ প্রার্থীর মধ্যে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী, মোঃ জাহিদুল ইসলাম বাদল (নৌকা প্রতিক) ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ বিল্লাল গনি (আনারস প্রতিক) ও মিনাজ উদ্দিন বিশ্বাস (চশমা প্রতিক)।

একই দিন উপজেলার ২টি ইউনিয়নের সংরক্ষিত আসনের মহিলা ২৩ জন ও সাধারণ সদস্য ৫১ জন প্রার্থীদের মাঝেও উপজেলা নির্বাচন অফিস বিভিন্ন প্রতিক বরাদ্দ করেন।

উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও রিটানিং কর্মকর্তা এম, এ, জি মোস্তফা ফেরদৌস বলেন,নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তপশিল অনুযায়ী আগামী ১৬ মার্চ দ্বিতীয় ধাপে আলমডাঙ্গা উপজেলার ২টি ইউনিয়নে শান্তিপূর্ণভাবে ও সুষ্ঠভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। সেই সাথে সকলকে নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে চলার আহবান জানাচ্ছি।

আলমডাঙ্গায় দিনব্যাপী প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন

‘স্মার্ট লাইভস্টক, স্মার্ট বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্য নিয়ে আলমডাঙ্গা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উদ্যোগে দিনব্যাপী সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী- ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (২৬ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দফতর ও ভেটেনারি হাসপাতালে এ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি বিকেল ৩ টায় সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের (এলডিডিপি) সহযোগীতায় ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দফতর ও ভেটেনারি হাসপাতালের বাস্তবায়নে প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদের সভাপতিত্বে বিকেল ৩ টায় প্রাণীসম্পদ প্রদর্শনী -২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাণীসম্পদ প্রদর্শনী-২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক লিঠু বিশ্বাস, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানা, প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহীল কাফি, থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম, বীরমুক্তিযোদ্ধা জকু, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন,সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম পিন্টু, প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. বাইজিদ খন্দকার।

প্রদর্শনীতে ৫০টি ষ্টলে ৭০ জন খামারি গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগিসহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ও প্রাণীর প্রদর্শনসহ

প্রাণীসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়।

আলমডাঙ্গায় মেয়ের ধাক্কা, ইটের আঘাতে বাবার মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় মেয়ের ধাক্কায় পড়ে গিয়ে ইটে আঘাতে সানোয়ার হোসেন
(৫২) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

রোববার বিকেলে আলমডাঙ্গার বকশিপুর গ্রামে ঘটনা ঘটে। পরে আহত অবস্থায় স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নেয়া হলে চিকিৎসক কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনার পরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে মেয়ে ববিতাকে আটক করেছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বকসিপুর গ্রামের কেসমত আলীর জামাই সানোয়ার হোসেন (৫২)। রবিবার বিকেলে মেয়ে ববিতার ছেলেকে মোবাইলের রিচার্জ করতে পাঠায়। সে না গিয়ে ঘোরাঘুরি করে। এতে রাগান্তিত হয়ে মেয়ে ও নাতীকে কুপিয়ে জখম করে সানোয়ার।

এ সময় মেয়ে তার পিতাকে ধাক্কা দিলে ইটের উপর পড়ে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন। পরিবারের লোকজন সানোয়ারকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা হারদি হাসপাতালে নেয়। জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত চিকিৎসক কুষ্টিয়া মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ সানোয়ারের মেয়ে ববিতাকে আটক করে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত মেয়েকে আটক করা হয়েছে। লাশ হাসপাতাল থেকে আসলে সুরতহাল রিপোর্ট শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারীসহ দু’জন আহত

আলমডাঙ্গার বৈদ্যনাথপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারীসহ দুইজন আহত হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় মোটর সাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আসমান আলী নামের এক ব্যক্তি ও পিকআপের ধাক্কায় অজ্ঞাত এক মহিলাকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে স্থানীয়রা।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার বৈদ্যনাথপুর গ্রামের রবিউল হকের ছেলে আসমান আলী মোটর সাইকেলযোগে যাচ্ছিলেন। বাচ্চুর বিন্কুট ফ্যাক্টরীর সামনে এসে মোটর সাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গেলে হাত-পা ভেঙ্গে যায়।

এদিকে রাতে হাটবোয়ালিয়া- আলমডাঙ্গা সড়কের বৈদ্যনাথপুর জলকামান মাঠের নিকট অজ্ঞাত এক মহিলাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয়রা। ওই নারী পিকআপের ধাক্কায় মাথা রক্তাক্ত জখম হয়েছে বলে স্থানীয়দের ধারণা। পরে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে হারদী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার বকসিপুর থেকে ট্যাপেন্টা ট্যাবলেটসহ মাদক ব্যবসায়ী

আলমডাঙ্গার বকসিপুর গ্রাম থেকে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আমিরুল ইসলাম নামের এক মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাতে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে পুলিশ।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গার বকসিপুর গ্রামের মৃত খলিলুর রহমানের ছেলে

আমিরুল ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট কেনাবেচা করে বলে পুলিশের কাছে সংবাদ আসে।

সংবাদের ভিত্তিতে থানার অফিসার ইরচার্জ সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) মনিরুল ইসলাম, সঙ্গীয় অফিসার এএসআই (নিঃ) মোঃ শামিনুর রহমান ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে আমিরুল ইসলামকে আটক করে পুলিশ। এ সময় তার কাছ থেকে ৩১ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। আটক আসামীর বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত

আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি সংলগ্ন সরকারী জমিতে গড়ে উঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে। বুধবার বেলা ১১টার দিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার ভূমি এ অভিযান পরিচালনা করেন।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি সংলগ্ন এলাকায় সরকারী জমিতে বেশকিছু অবৈধ স্থাপনা গড়ে ওঠে। এসব স্থাপনা সরিয়ে নিতে ইতিপূর্বে নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশ অমান্য করে স্থাপনা না সরিয়ে নিলে গতকাল প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেন।

পরিচালিত এ অভিযানে ১টি স’ মিল, দুটি দোকান ও ৩ টি কাঁচাঘর উচ্ছেদ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নূর, সহকারী কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ ও থানা পুলিশের একদল ফোর্স।